অসতীরসত্যঃ। অসতাং ভগবতস্তদ্ভক্তেভ্যশ্চান্যেষাং কথা যাসু তাঃ। যৎ যাসু গীর্ন কথ্যতে। উত্তমঃশ্লোকস্য যশোঽনুগীয়তে ইতি তু যৎ তৎ তদীয়লীলাময়ানুগানমেব সত্যমিত্যাদি। কথং সত্যত্বং মঙ্গলত্বঞ্চ তত্রাহ, ভগবদ্গুণানামুদয়ঃ গায়কহৃদি স্ফূর্ত্তির্যস্মাৎ তৎ তদীয়রতিপ্রদমিত্যর্থঃ। স্কান্দে—যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা। তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥ বিষ্ণুধর্ম্মে স্কান্দে চ ভগবদুক্তৌ—মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্। মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরমিতি॥ অত্র চানুগীয়তে ইত্যনেন সুকণ্ঠতা চেদ্ গানমেব কর্ত্তব্যং, তচ্চ প্রশস্তমিত্যায়াতম্। এবং নামাদীনামপি। উক্তঞ্চ—গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ ইতি। অন্যত্র চ—যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার। যত্তঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা ভক্তির্ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥ ইতি। গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টতরস্য প্রাপ্তৌ বা তচ্ছৃণোতি। তদাসক্ত্যভাবে তদনুমোদতেঽপীত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণূক্তৌ—রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি। ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথা ইতি পাদ্মে চ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবদুক্তৌ—নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥ তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ। তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাদিতি॥ তে চ প্রাণিমাত্রাণামেব পরমোপকর্ত্তারঃ কিমুত স্বেষাম্। যথোক্তং নারসিংহে শ্রীপ্রহ্লাদেন—তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ। যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ॥ ইতি। অত্র চ বহুভি র্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সঙ্কীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে। তত্তু চমৎকারবিশেষপোষাৎ পূর্ব্বতোঽপ্যধিকমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চ নামসঙ্কীর্ত্তনে যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ইতি॥ ১২.৩২॥ শ্রীসূতঃ॥ ২৬৯॥

আরও দেখা যায়—শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।১২।৫০ শ্লোকে শ্রীসূতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে বলিয়াছেন—শ্রীভগবান্ এবং তাহার ভক্তভিন্ন অন্য অসৎ-এর কথা যাহাতে আছে, সেই সকল কথা অসতী অর্থাৎ মিথ্যা আলাপতুল্য এবং সেই সকল কথায় কোনই সুখলাভ হয় না। কারণ সে কথাতে ভগবান অধোক্ষজ কীর্ত্তিত হয়েন না। সেই কথাই সত্য এবং মঙ্গলস্বরূপ—যে কথাতে ভগবানের লীলাময় গান আছে। তাহা সত্য এবং মঙ্গলস্বরূপ কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যে লীলাকথা গান করিলে গায়কের হৃদয়ে ভগবানের বাৎসল্যাদি গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভগবৎ চরণারবিন্দে রতিলাভ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের বচনেও এইপ্রকার দেখা যায়—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥